গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.২৩.২৪৮

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

১। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা:

আবহাওয়ার সতর্ক বার্তা

যশোর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত স্থলগভীর নিম্নচাপটি সামান্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আজ সন্ধ্যা ০৬ টায় (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪) গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থান করছে। এটি আরো পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে তিন নম্বর (পুনঃ) তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

২। আজ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৬০-৮০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ০২ নম্বর নৌ হুশিয়ারী সংকেত (পুনঃ) ০২ নম্বর নৌ হুশিয়ারী সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
এছাড়া দেশের অন্যত্র দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ০১ নম্বর (পুনঃ) ০১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

৩। আজ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

সিনপটিক অবস্থা: স্থল গভীর নিম্নচাপটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে।এটি আরো পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে পারে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গভীর স্থল নিম্নচাপের কেন্দ্রস্থল ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাসঃ
প্রথম দিন (১৫.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):
বৃষ্টিপাত: রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রাপ্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

দ্বিতীয় দিন (১৬.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):

বৃষ্টিপাত: রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা(১-৩) ডিগ্রী সে. বৃদ্ধি পেতে পারে।

তৃতীয় দিন (১৭.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে):

বৃষ্টিপাত: বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা ১-২) ডিগ্রী সে. বৃদ্ধি পেতে পারে।

বর্ধিত ৫ (পাঁচ) দিনের আবহাওয়ার অবস্থা: উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	রাজশাহী	রংপুর	ময়মনসিংহ	সিলেট	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	২৯.০	৩০.০	৩৩.৩	৩১.৪	**৩৩.৬**	২৯.৫	২৯.০	২৮.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৪.৬	২৫.০	২৪.৬	২৬.৫	২৩.০	২৪.২	**২৩.৬**	২৪.৪

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেট ৩৩.৬^{o} সে. এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যশোর ২৩.৬^{o} সে।
(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)।

৪। বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা:
(৩১ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ /১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ)

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাসঃ

- দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
- ঢাকা, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের উপকূলীয়/জোয়ারভাটা প্রবণ নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাসমূহের তথ্যানুযায়ী, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি গভীর স্থল নিম্নচাপ অবস্থান করছে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টায় উপকূলীয় অঞ্চল ও দেশের মধ্যাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪৪-৮৮মি.মি/২৪ ঘণ্টা) পূর্বাভাস রয়েছে। এর ফলে এই সময় ঢাকা, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে।
- চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে অপরদিকে মুহুরী, হালদা ও গোমতী নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাসমূহের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দেশে এবং উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবণতার কমে আসায়, আগামী ৩ দিন চট্টগ্রাম বিভাগের নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে ।
- ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে যমুনা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০৫ দিন পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীর পানি সমতল ধীর গতিতে হ্রাস পেতে পারে।
- গঙ্গা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল আছে, অপরদিকে পদ্মা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০২ দিন পর্যন্ত গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে ও পরবর্তি ০৩ দিন পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
- রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত এসকল নদীসমূহের পানি সমতল ধীর গতিতে হ্রাস পেতে পারে।
- সিলেট বিভাগের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্যান্য প্রধান নদীসমূহ-মনু ও খোয়াই ইত্যাদির পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত সিলেট বিভাগের প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।

১৩/০৯/২০২৪ তারিখ পরবর্তী ১০ দিনের সম্ভাব্য পূর্বাভাস:

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল আগামী ৭ দিন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর অববাহিকায় বিপদসীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা নেই।

- গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল আগামী ৪-৫ দিন স্থিতিশীলভাবে হ্রাস পেতে পারে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, মাদারিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, পাবনা, শরীয়তপুর ও ফরিদপুর জেলায় গঙ্গা-পদ্মা নদীর অববাহিকায় বিপদসীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা নেই।
- ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ৭ দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে। তবে আগামী ১০ দিনের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের অববাহিকায় বিপদসীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা নেই।

নদ-নদীর অবস্থা

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১১৬	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০০
বৃদ্ধি	৫২	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
হ্রাস	৬৩	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
অপরিবর্তিত	০১	বিপদসীমার উপরে স্টেশন সংখ্যা	০০
পর্যবেক্ষণকৃত স্টেশনসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে			
বিপদসীমার উপরে জেলার সংখ্যা	০০	**বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা**	০০
বিপদসীমার উপরে নদীসমূহের নাম	-		
বিপদসীমার উপরে জেলার নাম	-		

গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বারিপাত তথ্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে:

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
পটুয়াখালী	১৭৮.০	ভাগ্যকুল (মুন্সিগঞ্জ)	১৬৬.০	হরিদাসপুর (গোপালগঞ্জ)	১৬০.০
সাতক্ষীরা	১৪৭.০	মাদারীপুর	১৪৫.০	ফরিদপুর	১৪৫.০
বরিশাল	১৩৭.০	বরগুনা	১২৯.০	কুষ্টিয়া	১০৪.০
পাবনা	৯৬.০	কক্সবাজার	৮৮.০	যশোর	৮৭.০
খুলনা	৮০.০	লামা (বান্দরবন)	৫৩.০	চাঁদপুর	৫২.০

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অরুণাচল, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলেঃ নেই।

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
-	-

৭। **অতিবর্ষণ, পাহাড়ী ঢল ও জোয়ারের কারণে কক্সবাজার জেলার পরিস্থিতিঃ** অতিবর্ষণের ফলে সৃষ্ট পাহাড় ধ্বস, পাহাড়ী ঢল, জলাবদ্ধতার কারণে কক্সবাজার জেলর ৫টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভার ৩৮টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল আংশিক প্লাবিত হয়। ফলে আনুমানিক ১,০০,০৫০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩১৫ জন লোক বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়। বৃষ্টিপাত হ্রাস পাওয়ায় লোকালয় হতে পানি নামতে শুরু করেছে। জেলাধীন সকল নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণকারী সকলেই স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেছেন।

গত ১৩.০৯.২০২৪খ্রিঃ তারিখ অতিবর্ষণের কারণে পাহাড় ধসে ৩ জন ও পানিতে ডুবে ১ জন এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৩ জনসহ মোট ৭ জন মৃত্যুবরণ করেন। সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় প্যাহাড়ী ঢলে ভেসে গিয়ে ১ জন নিহত, ১ জন নিখোঁজ ও পাহাড় ধসে ১ জন আহত হয়েছে। এছাড়াও গত ১৩/০৯/২০২৪ তারিখে সমুদ্রগামী ফিশিং বোট ঝড়ের কবলে পড়লে ০৩ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি লাশ পাওয়া যায়। তাদের সকলের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। পাহাড় ধস, পাহাড়ী ঢল, পানিতে ডুবে এবং ফিশিং বোট ডুবে গিয়ে মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ০১ জন ব্যক্তি আহত হয়েছে এবং এক জন নিখোঁজ রয়েছে।

৮। অগ্নিকান্ড সম্পর্কিত তথ্যঃ

(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১১ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগ ভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নরুপ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৩	০	১
২।	ময়মনসিংহ	১	০	০

৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	১	০	০
৫।	রাজশাহী	৩	০	০
৬।	চট্টগ্রাম	০	০	০
৭।	খুলনা	১	০	০
৮।	রংপুর	২	০	০
	মোট	**১১**	**০**	**১**

১৫-০৯-২০২৪
জাহিদ হাসান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ (ফোন)
৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬ (ফ্যাক্স)
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১, এনডিআরসিসি অনুবিভাগ , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর:

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
২। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;
৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;
৪। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল);
৬। পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।;
৭। জেলা প্রশাসক (সকল);
৮। উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
৯। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর;
১০। প্রোগ্রামার (চলতি দায়িত্ব), আইসিটি শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং
১১। সহকারী পরিচালক (সকল)।

১৫-০৯-২০২৪
জাহিদ হাসান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা